

234125 - যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া রম্যানের রোয়া রাখেনি কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোয়া ভেঙ্গে ফেলেছে তার উপর কি কায়া পালন করা ফরয?

প্রশ্ন

যদি কেউ কোন ওজর ছাড়া রম্যানের রোয়া না-রেখে থাকে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোয়া ভেঙ্গে থাকে যে দিনগুলোর রোয়া সে ভঙ্গ করেছে সে দিনগুলোর রোয়া কায়া পালন করা তার উপর কি ফরয?

প্রিয় উত্তর

রম্যানের রোয়া পালন ইসলামের অন্যতম একটি রূক্তি (মূল স্তুতি)। কোন মুসলিমের জন্য ওজর ছাড়া রম্যানের রোয়া ত্যাগ করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজরের কারণে (যেমন- অসুস্থ থাকা, সফরে থাকা, খতুগ্রস্ত হওয়া) রম্যানের রোয়া বাদ দিয়েছে কিংবা ভঙ্গ করেছে; যে রোয়াগুলো সে ভেঙ্গেছে সে রোয়াগুলোর কায়া পালন করা আলেমগণের ইজমার ভিত্তিতে তার উপর ফরয। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, “আরকেউঅসুস্থথাকলেকিংবা সফরে থাকলেঅন্যসময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাকারা, ২ : ১৮৫]

আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে রম্যানের রোয়া বর্জন করেছে, সেটা একটিমাত্র রোয়ার ক্ষেত্রে হলেও (যেমন সে রোয়ার নিয়তই করেনি কিংবা কোন ওজর ছাড়া রোয়া শুরু করে ভেঙ্গে ফেলেছে) সে কবিরা গুনাতে (মহাপাপে) লিপ্ত হয়েছে। তার উপর তওবা করা ফরয।

অধিকাংশ আলেমের মতে, সে যে দিনগুলোর রোয়া ভেঙ্গেছে সে দিনগুলোর রোয়া কায়া পালন করা তার উপর ফরয। বরং কেউ কেউ এই মর্মে ইজমা উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আব্দুল বার বলেন: “গোটা উম্মত ইজমা করেছেন এবং সকলে উদ্ভৃত করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রোয়া পালন করেনি, কিন্তু সে রম্যানের রোয়া ফরয হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী, সে অবহেলা করে, অহংকারবশতঃ রোয়া রাখেনি, ইচ্ছা করেই তা করেছে, অতঃপর তওবা করেছে: তার উপর রোয়ার কায়া পালন করা ফরয।”[আল-ইযতিয়কার (১/৭৭) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি বলেন:

“আমরা এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ জানি না। কেননা রোয়া তার দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং রোয়া পালন করা ছাড়া তার দায়িত্ব মুক্ত হবে না। বরং যেভাবে ছিল সেভাবে তার দায়িত্ব থেকে যাবে।”[আল-মুগনি (৪/৩৬৫)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রে (১০/১৪৩) এসেছে:

যে ব্যক্তি রোয়া ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে রোয়া ত্যাগ করে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমার ভিত্তিতে) কাফের। আর যে ব্যক্তি অলসতা করে, কিংবা অবহেলা করে রোয়া ছেড়ে দেয় সে কাফের হবে না। কিন্তু, সে ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত (ইজমা সংঘটিত) একটি রূক্ন ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে মহা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। নেতৃবর্গের কাছ থেকে সে শান্তি ও সাজা পাওয়ার উপযুক্ত; যাতে সে এবং তার মত অন্যেরা এর থেকে নির্বৃত্ত হয়। বরং কিছু কিছু আলেমের মতে, সেও কাফের। সে যে রোযাণ্ডলো ভঙ্গ করেছে সেগুলোর কায়া পালন করা ও আল্লাহর কাছে তওবা করা তার উপর ফরয। [সমাপ্ত]

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোয়া রাখে না তার হৃকুম কী? তার বয়স প্রায় সতের বছর। তার কোন ওজর নেই। তার কি করা উচিত? তার উপর কি কায়া পালন করা ফরয?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ, তার উপর কায়া পালন করা এবং তার অবহেলা ও বাড়াবাড়ির জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করা ফরয।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত যে হাদিসটি বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি কোন (শরিয়ি) ছাড় ব্যতীত কিংবা রোগ ব্যতীত রমযান মাসের কোন একদিনের রোয়া ভাঙ্গে সে সারা বছর রোয়া রাখলেও কায়া পালন হবে না।” সে হাদিসটি দুর্বল, মুয়তারিব, আলেমদের নিকট এটি সহিত হাদিস নয়। [নুরুন আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র (১৬/২০১) থেকে সমাপ্ত]

কিছু কিছু আলেমের মতে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোয়া রাখেনি তার উপর কায়া পালন নেই। বরং সে বেশি বেশি নফল রোয়া রাখবে। এটি জাহেরি মতাবলম্বীদের মাযহাব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও শাইখ উচ্চাইমীন এ অভিমতটি পছন্দ করেছেন।

হাফেয ইবনে রজব হাস্বলি বলেন:

জাহেরি মতাবলম্বীদের অভিমত কিংবা তাদের অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে- ইচ্ছাকৃতভাবে রোয়া ত্যাগকারীর উপর কায়া নেই। শাফেয়ির ছাত্র আব্দুর রহমান থেকে, শাফেয়ির মেয়ের ছেলে থেকেও এমন অভিমত বর্ণিত আছে। ইচ্ছাকৃতভাবে রোয়া-নামায ত্যাগকারীর ক্ষেত্রে এটি আবু বকর আল-ভুমাইদিরও উক্তি: ‘কায়া পালন করলে দায়িত্ব মুক্ত হবে না’। আমাদের মাযহাবের অনুসারী পূর্ববর্তী একদল আলেমের অভিমতও এটাই; যেমন- আল-জুয়জানি, আবু মুহাম্মদ আল-বারবাহারি, ইবনে বাত্তাত।” [ফাতহুল বারী (৩/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

বিনা ওজরে নামায কিংবা রোয়া ত্যাগকারী কায়া পালন করবে না। [আল-ইখতিয়ারাত আল-ফিকহিয়া (পৃষ্ঠা-৪৬০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উচ্চাইমীন বলেন:

আর যদি মূলতই সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়া রোয়া ত্যাগ করে; তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, তার উপর কায়া পালন করা আবশ্যিক নয়। কেননা কায়া পালন করে তার কোন লাভ হবে না। যেহেতু তার থেকে সেটা কবুল করা হবে না। কারণ ফিকহী নীতি

হচ্ছে, ‘যদি নির্দিষ্ট কোন সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত কোন ওজর ছাড়া উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে পালন করা না হয় তাহলে তার থেকে সেটা করুল করা হয় না’।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/৮৯) থেকে সমাপ্ত]

সারকথা:

যে ব্যক্তি রমযানের রোয়া ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করবে অধিকাংশ আলেমের মতে, তার উপর কায়া পালন করা আবশ্যিক। আর কিছু কিছু আলেমের মতে, কায়া পালন করা শরিয়তসিদ্ধ নয়। কেননা এটি এমন ইবাদত যে ইবাদতের সময় পার হয়ে গেছে। তবে, অধিকাংশ আলেম যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটা অগ্রগণ্য। কেননা, রোয়া এমন ইবাদত যা ব্যক্তির দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে; সুতরাং এটি পালন করা ছাড়া দায়িত্ব মুক্ত হবে না।